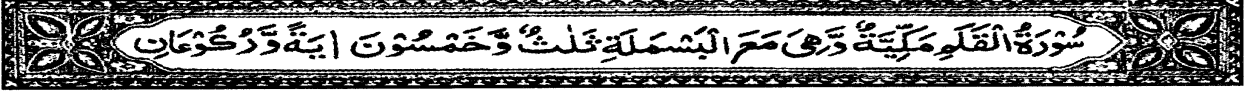


## সূরা আল্ কলম-৬৮ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

নবুওয়তের প্রথম পর্যায়ের দিকে যে চার-পাঁচটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল এটি তারই একটি। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এই সূরা 'আত্ আলাকের' পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যরা এই সূরাকে সূরা মুযায্মেল ও সূরা মুদ্দাস্‌সের এর পরবর্তী সূরা(অর্থাৎ ৪র্থ অবতীর্ণ সূরা) বলে মনে করেন। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই কয়েকটি সূরাই একের পর এক অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এগুলোর বিষয়বস্তুতে মিল রয়েছে। সূরা 'কলম' প্রধানত রসূলে আকরম (সাঃ) এর নবুওয়তের দাবীকে জগৎসমক্ষে পেশ করেছে। মক্কী সূরাগুলোর সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঐ গুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকায়েদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূরাতেও মহানবী(সাঃ) এর দাবীর সত্যতাকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে নির্ভুল অকাট্য যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এই সূরার একটা বড় অংশ সত্যের বিরুদ্ধে কাফিরদের সংগ্রামের কথা আলোচিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, পরিণামে কাফিররাই ব্যর্থতা বরণ করবে। তারা সত্যের বিরোধিতা করে ও একে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় লেগে যায় এবং যখন তাদের চেষ্টা ফলবতী হতে চলেছে বলে মনে করে তখন তাদেরকে সম্পূর্ণ বিফলতার মুখ দেখতে হয়। যে সত্য ডুবে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তা উপরে এসে যায়, উন্নতি করে, প্রভাবশীল হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। সূরার শেষদিকে নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দান করা হচ্ছে, তিনি যেন অকাতরে, ধৈর্য সহকারে ও সহিষ্ণুতার সাথে বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের অত্যাচার-অনাচার, ঠাট্টা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার আচরণকে সহ্য করে নেন। কেননা পরিণামে তাঁর (সাঃ) উদ্দেশ্যই সফল হবে।



## সূরা আল্ কলম-৬৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। কলম, দোয়াত এবং যা এগুলোর (সাহায্যে) লেখা হয় তা (আমরা) সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি<sup>৩০৮৯</sup>।

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

৩। \*তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহের কারণে পাগল নও<sup>৩০৮৯-ক</sup>।

مَا أَنْتَ بِغَفْوَةٍ رَبِّكَ يَسْجُودُ

৪। আর তোমার জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে<sup>৩০৯০</sup>।

وَأَنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُودٍ

৫। আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত<sup>৩০৯১</sup>।

وَأَنَّكَ لَ عَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখতে পাবে এবং তারাও দেখবে,

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৩৪ঃ৪৭; ৫২ঃ৩০।

৩০৮৯। পরবর্তী তিনটি আয়াতে যে সত্য কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলোর সমর্থনে ও প্রমাণার্থে কলম ও দোয়াতকে এবং এগুলো দ্বারা লিখিত সকল রচনাকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করা হয়েছে।

৩০৮৯-ক। এই আয়াত বলতে চায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার যে কোন মানদণ্ড দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)এর নবুওয়তের দাবীকে যে কোনভাবে পরীক্ষা করা হোক না কেন তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাবানই পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কাফিররা মহানবী(সাঃ)কে পাগল বলে থাকে। কাফিরদের এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন ও কাল্পনিক এর প্রমাণ ও যুক্তি দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

৩০৯০। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ(সাঃ) এর প্রতি শত্রুদের আরোপিত ‘পাগল’ আখ্যার অসারতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে পাগলের কাজ-কর্ম কখনো কোন স্থায়ী ও চিরকল্যাণকর ফলদান করতে পারে না, অথচ মহানবী (সাঃ) এর আগমনের ঐশী উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সম্পাদন করে চলেছেন এবং অধঃপতিত জাতির মধ্যে নব-জাগরণের এক অসাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। আর এই বিপ্লব তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পরে পরেই শেষ হয়ে যাবে না। ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের মধ্য থেকে ‘সংস্কারকের’ উদ্ভব ঘটাবেন এবং ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর এই প্রক্রিয়া রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৩০৯১। কাফির শত্রুদের দ্বারা রসূলে করীম(সাঃ)কে পাগল আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে এই আয়াত অত্যন্ত দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করছে, তিনি পাগল তো নন, বরং তাঁর মত উচ্চ গুণসম্পন্ন মহা পূণ্যময় লোক পৃথিবীতে কাদাচিৎ জন্মায়। যে সকল পূত-পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও সমাবেশ একজন মহামানবকে আল্লাহর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে, এর সবটাই মহানবী(সাঃ) এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। মানবের নৈতিক গুণাবলীর উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সর্বপ্রকার সৎগুণাবলীর প্রতিভূ ও প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। একবার আয়েশা (রাঃ)কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হলে সেই মহিয়সী মহিলা উত্তরে বলেছিলেন, ‘কুরআনই তাঁর চরিত্র’ অর্থাৎ “উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী যেগুলো আল্লাহ তাআলার সত্য বান্দার বিশেষ চিহ্ন বলে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই মহানবী (সাঃ) এর মধ্যে ছিল (বুখারী)।

৭। তোমাদের মাঝে কে যে পাগল<sup>৩০৯২</sup>।

بَاتِيكُمْ الْمَقْتُولُونَ ①

৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই<sup>৩০৯৩</sup> তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া লোকদের সবচেয়ে বেশি জানেন এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ②

৯। অতএব তুমি প্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য করো না।

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ ③

১০।<sup>৩০৯৪</sup> তারা চায় তুমি নমনীয়<sup>৩০৯৫</sup> হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

وَدُّوا أَنْ تُدْهِنَ فَيُدْهِنُوا ④

১১। আর খুব বেশি শপথকারী লাঞ্ছিত ব্যক্তির কথা তুমি কখনো মেনো না,

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ⑤

১২।<sup>৩০৯৬</sup> (যে) চরম ছিদ্রাশ্বেষী (এবং) পরনিন্দা করে বেড়ায়,

هَتَّافٍ مُنْكَرٍ وَكَافِرٍ ⑥

১৩।<sup>৩০৯৭</sup> (যে) ভাল কাজে অধিক বাধাদানকারী<sup>৩০৯৮</sup>, সীমালংঘনকারী (ও) ভয়ঙ্কর পাপী,

مُنْكَرٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑦

১৪। (যে) অতি পাষণ্ড (ও) জারজ।

عُتْلَى بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ⑧

১৫।<sup>৩০৯৯</sup> (সে কি কেবল এজন্য অহংকার করে,) সে ধনসম্পদ ও (অনেক) সন্তানসন্ততির অধিকারী<sup>৩১০০</sup>!

إِنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑨

দেখুন : ক. ১৬ঃ১২৬, ৫৩ঃ৩১ খ. ১৭ঃ৭৪ গ. ১০৪ঃ২ ঘ. ৫০ঃ২৬ ঙ. ২৩ঃ৫৬, ৭৪ঃ১৩-১৪।

৩০৯২। এই আয়াত মহানবী (সাঃ) এর দোষারোপকারীদের প্রতি উল্টো দোষারোপ করে চ্যালেঞ্জের ভাষায় বলছে, সময় প্রমাণ করে দিবে যে মহানবী (সাঃ) পাগল নন, তারাই পাগল। সময় এও প্রমাণ করবে যে তাঁর (সাঃ) রেসালতের দাবী কল্পনা-প্রসূত দাবী নয় এবং উত্তম মস্তিষ্কের প্রলাপও নয়, বরং যারা তাঁকে মন্দ বলে তারাই এমনভাবে চিত্তবিভ্রমে নিপতিত যে তারা কালের নিদর্শনসমূহ পড়তে পারছে না। আর সেই কারণে তাঁর (সাঃ) সত্যতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩০৯৩। মহানবী (সাঃ)কে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে লোভ দেখিয়ে দূরে সরাবার জন্য কুরায়শরা নানাভাবে চেষ্টা করেছিল ও বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছিল। এই আয়াত সেই লোভনীয় প্রস্তাবাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয়। অথবা আয়াতটি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য বলে ঐসব প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কহীনও হতে পারে। কারণ সত্য হচ্ছে পর্বতের মত দৃঢ় ও অনড়। অপরদিকে ‘মিথ্যাচারের’ তো কোন ভিত্তিই নেই যার উপর এটি দাঁড়াতে পারে। কাজেই চাপ ও লোভের কাছে নতি স্বীকার করে ‘মিথ্যা’ যে কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ করতে পারে।

৩০৯৪। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত যে মিথ্যা রটনা ও বদনামকারীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্ভবত ওয়ালাদ বিন মুগীরা অথবা আবু জাহ্ল। এই আয়াত সাধারণভাবেও প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মিথ্যার নেতৃত্ব দেয়, তার প্রতি প্রযোজ্য।

৩০৯৫। সকল প্রকারের পাপ জন্ম নেয় দুষ্কর্ম ও সত্যের-বিরোধিতা, আত্মগরিভা ও অহংকার থেকে। এইগুলো ঐ ব্যক্তির নৈতিক রোগ, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে বহু ধন-দৌলত একত্র করেছে, ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী হয়েছে। এই আয়াতের অপর অর্থ এও হতে পারে : একজন লোক যদি ধনবান ও প্রভাবশালীও হয় তথাপি সে ভদ্র, নম্র না হয়ে যদি গর্বাক্ষ, নীচ ও হীনমন্য হয় তাহলে সে কোনমতেই সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে না।

১৬। \*তার কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে গুনানো হয় তখন সে বলে, '(এগুলো তো) পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী।'

১৭। নিশ্চয় আমরা তার নাকে<sup>৩০৯৬</sup> দাগ দিয়ে দিব।

১৮। নিশ্চয় আমরা (তেমনিভাবে) তাদের পরীক্ষা করেছি যেভাবে আমরা বাগানের মালিকদের (তখন) পরীক্ষা করেছিলাম যখন তারা ভোর হতেই এর ফসল কেটে আনবে বলে অবশ্যই কসম খেয়েছিল<sup>৩০৯৭</sup>

১৯। এবং তারা আল্লাহর নাম নেয়নি<sup>৩০৯৮</sup>।

২০। \*এরপর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আযাবরূপে) এক ঘূর্ণিবায়ু তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় এ (বাগানের) ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

২১। অতঃপর তা এক কর্তিত (বাগানের মত) হয়ে গেল।

২২। ভোর হতেই তারা একে অপরকে ডেকে বললো,

★ ২৩। 'ফসল কাটতে হলে তোমরা খুব ভোরে নিজেদের বাগানে যাও'।

২৪। অতএব তারা নীচু স্বরে করে (এ) কথা বলতে বলতে রওনা হলো,

★ ২৫। 'তোমাদের স্বার্থের হানি ঘটায় এমন কোন অভাবী লোককে আজ সেখানে ঢুকতে দিও না<sup>৩০৯৯</sup>।'

إِذْ أَنْتَلَّ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

وَلَا يَسْتَنْوُونَ ۝

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

فَأَصْبَحَتْ كَالْقَصْرِ ۝

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝

أَيِّ أَغْدَاوٍ عَلَى حَزْبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْتَفَتُونَ ۝

أَن لَّا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّنْكُمِ ۝

দেখুন : ক. ৮ঃ৩২, ১৬ঃ২৫, ৮৩ঃ১৪ খ. ৩ঃ১১৮, ১৮ঃ৪৩

৩০৯৬। 'নাকে দাগ দেয়া' অর্থ কলঙ্কিত ও অপমানিত করা।

৩০৯৭। এখানে হীনমন্য, লোভী ও আত্ম-গর্বিত অবিশ্বাসীদেরকে ঐসব বাগানের মালিকের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে, যারা বাগানের পরিচর্যাকারীদেরকে ফলের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে প্রবঞ্চকের মত সমস্ত ফল নিজেরাই ভোগ করে।

৩০৯৮। 'বাগানের' মালিকেরা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই খেয়ে মোটা-তাজা হলো, অন্যদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ তাদেরকে দিল না। তারা তাদের পরিশ্রমের ফল লাভের ব্যাপারে এবং বাগানের ফসল-প্রাপ্তির ব্যাপারে এতই নিশ্চিত ছিল যে তারা কোন অঘটনের কথা চিন্তাও করতে পারেনি। এমনকি আল্লাহকে পর্যন্ত একেবারে বিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। 'আল্লাহ যদি চাহেন' এতটুকু বলে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা যাচাঞা করার সৌভাগ্যও তাদের হলো না।

৩০৯৯। এই রূপক কাহিনীর বাগানের মালিকেরা ঐসব স্বার্থান্বেষী, নিষ্ঠুর লোভী ব্যক্তিদের ন্যায়, যারা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরা একাকী ভোগ করে। তারা এতই কৃপণ যে অন্যায়ভাবে অর্জিত তাদের ঋণের একাংশ দ্বারা তারা যে গরীব-দুঃখীর প্রয়োজন মিটাতে তা তারা করে না।

★২৬। আর তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লো<sup>১১০০</sup>।

وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْبٍ قَدِيرِينَ ۝

২৭। এরপর তারা যখন সেই (বাগানটি) দেখলো তখন তারা বললো, ‘আমরা তো মাঠে মারা গেছি।’★

فَلَمَّا رَأَوْهَا تَأَوَّاتُوا إِنَّا لَضَالُونَ ۝

২৮। বরং আমরা তো সর্বস্বান্ত (হয়ে গেছি)।’

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝

২৯। তাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো, ‘আমি কি (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে তোমাদের বলিনি?’

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ تَوَلَّوْا تَسْحَبُونَ ۝

৩০। তারা বললো, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।’

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

৩১। এরপর তারা একে অন্যকে তিরস্কার করতে লাগলো।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوُّونَ ۝

★ ৩২। তারা বললো, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য! নিশ্চয় আমরাই সীমালংঘনকারী ছিলাম।

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

৩৩। (আমরা তওবা করলে) আশা করা যায় আমাদের প্রভু-প্রতিপালক বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম (বাগান) আমাদের দান করবেন। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিই বিনত হব’।

عَنِ رَبِّنَا إِن يَبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۝

১ [৩৪] ৩৪। আযাব এভাবেই এসে থাকে। আর <sup>\*</sup>পরকালের আযাব নিশ্চয় সবচেয়ে বড় হবে<sup>১১০১</sup>। হায়, তারা যদি জানতো!

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَالْعَذَابُ الْآخِرُ الْكَبِيرُ ۚ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৩৫। <sup>\*</sup>নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ রয়েছে।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝

দেখুন : ক. ১৩ঃ৩৫, ৩৯ঃ২৭ খ. ৩০ঃ১৬, ৬৮ঃ৩৫, ৭৮ঃ৩২।

৩১০০। অন্যের পরিশ্রমকে লুটে নিয়ে যারা ধন উপার্জন করে তারা সকলে একই শোষক শ্রেণীর। তারা সর্বদা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে যে, যে শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা ন্যায্য ভাবে উপার্জন করে তা থেকে তাদেরকে কি করে বঞ্চিত করা যায়। তারা ধনের উপর গা ভাসিয়ে বেড়ায়, আনন্দোৎসব করে। আর তাদের গরীব ভাইয়েরা জীর্ণ-মলিন, বিষণ্ণ-ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে কোন রূপে মুখ খুবড়ে পথ চলে। তারা তা দেখেও দেখে না।

★ [‘যাল্লার রাজুলু’ অর্থ ‘মাতা’ অর্থাৎ মারা যাওয়া (আল্ মুনাজিদ)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১০১। আগে হোক, পরে হোক, শোষকরা ধ্বংসে পতিত হয়। অন্যকে তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য ফল-প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখার সকল জারিজুরি ও মার-প্যাচ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩৬। \*তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদের সাথে  
অপরাধীদের ন্যায় আচরণ করবো?

أَفَتَجْعَلُ السَّالِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۖ

৩৭ তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার করছ?

مَا لَكُمْ سَكُنَ فَمَا تَتْلُونَ ۖ

৩৮। তোমাদের কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে যেখানে  
তোমরা (এ বিষয়) পড়ছ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۖ

৩৯। যে, তোমরা যা-ই পছন্দ করবে তোমরা তা এতে পাবে?

إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَا تَخَيَّرُونَ ۖ

৪০। অথবা তোমরা কি আমাদের কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত  
বলবৎ থাকবে এমন কোন (পালনীয়) প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছ  
(যার দরুন) তোমরা যা-ই বলবে (তা-ই) পেয়ে যাবে<sup>৩০২</sup>?

أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْغَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّ  
لَكُمْ لَنَا تَعْلَمُونَ ۖ

৪১। তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর তাদের মাঝে এ বিষয়ে কে  
দায়দায়িত্ব নিবে,

سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۖ

৪২। অথবা তাদের পক্ষে কি (আল্লাহর) কোন শরীক আছে?  
তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তাদের শরীকদের নিয়ে আসুক।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا  
صَادِقِينَ ۖ

৪৩। (স্মরণ কর) যেদিন (মানুষ) চরম সংকটে পড়বে<sup>৩০৩</sup>  
এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, কিন্তু তারা  
(সিজদা করতে) সমর্থ হবে না।

يَوْمَ يَلْتَفِتُ عَنْ سَائِقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ ۖ  
يَسْتَلِيمُونَ ۖ

৪৪। \*তাদের দৃষ্টি (লজ্জায়) অবনত হয়ে থাকবে এবং হীনতা  
তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তারা সুস্থসবল থাকা অবস্থায়  
তাদেরকে সিজদার জন্য নিশ্চয় ডাকা হতো (অথচ তারা  
সিজদা করতে অস্বীকার করতো)।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلُّهُمْ وَقَدْ كَانُوا  
يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۖ

দেখুন : ক. ৩২ঃ১৯, ৩৮ঃ২৯, ৪৫ঃ২২ খ. ৭৫ঃ২৫, ৮৮ঃ৩-৪

৩১০২। এই আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তোমরা কোন কিতাবে এই অধিকার পেয়েছ যে তোমরা ইচ্ছামত যা খুশী করবে  
এবং তোমাদের অসৎ কর্মের কোন মন্দ ফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে না? অথবা তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোন  
স্থায়ী প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে তোমরা যা চাও তা-ই করতে পার এবং যে পথ মর্জি অবলম্বন করতে  
পার আর সেজন্য তোমাদের দুষ্টামীর প্রতিফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে না?

৩১০৩। আয়াতটি কিয়ামতের দিনের কঠোর ভয়াবহতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে অথবা ঐদিন সকল রহস্যাবলীর উন্মোচন ও সকল  
গোপন তথ্যের প্রকাশ পাওয়ার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দেখুন ২১৭৭ টীকা।

৪৫। \*অতএব (শাস্তি দেয়ার জন্য) তুমি আমাকে এবং যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ছেড়ে দাও। \*আমরা ধীরে ধীরে এমন দিক থেকে তাদের ধরে ফেলবো<sup>৩০৪</sup> তারা (তা) জানতেও পারবে না।

فَنَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِئُهُ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৪৬। \*আর আমি তাদের অবকাশ দিচ্ছি। আমার পরিকল্পনা নিশ্চয় অত্যন্ত শক্তিশালী।

وَأَمِلْ لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

৪৭। \*তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছ যার দরুন তারা জরিমানার (ভারে) ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝

৪৮। \*এদের কাছে কি অদৃশ্যের সংবাদ আছে (যা) তারা লিখে রাখছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝

৪৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের মীমাংসার অপেক্ষায় ধৈর্য ধর এবং তুমি মাছের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির (অর্থাৎ ইউনুসের) মত হয়ো না যখন সে দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় (তার প্রভু-প্রতিপালককে) ডেকেছিল।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ  
إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

৫০। \*তার প্রভু-প্রতিপালকের এক বিশেষ অনুগ্রহ যদি তাকে রক্ষা না করতো তাহলে তাকে অবশ্যই এক বিরান ভূমিতে নিক্ষেপ করা হতো এবং (এর ফলে) সে নিন্দিত হয়ে যেত<sup>৩০৫</sup>।

لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ  
وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝

৫১। এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক তাকে বেছে নিলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের একজন বলে গণ্য করলেন।

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৫২। আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে, তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো তারা তাদের (আক্রোশের) দৃষ্টি দিয়ে অবশ্যই তোমাকে তোমার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে দিত<sup>৩০৬</sup>। আর তারা বলে বেড়াতো, ‘এ নিশ্চয় এক পাগল।’

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ  
لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

★ ৫৩। অথচ এ (কুরআন) গোটা বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক উপদেশবাণী।

দেখুন : ক. ৭৩ঃ১২, ৭৪ঃ১২ খ. ৭ঃ১৮৩ গ. ৭ঃ১৮৪ ঘ. ২৩ঃ৭৩, ৫২ঃ৪১ ঙ. ৫২ঃ৪২ চ. ২১ঃ৮৮ ছ. ৩৭ঃ১৪৪-১৪৬

৩১০৪। কাফিরদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ক্রমশ আসে, মাত্রায়-মাত্রায় আসে, সময় ও সুযোগ দিয়ে আসে, যাতে তারা অনুতাপ করার যথেষ্ট সুযোগ পায়, কুরআনের বাণীকে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে ও নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে।

৩১০৫। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এর মদীনায হিজরতের একটি গোপন ইঙ্গিত লিখিত আছে বলে মনে হয়।

৩১০৬। কাফিররা এত কঠোর ও হিংস্রভাবে মহানবী (সাঃ) এর দিকে তাকাতো এবং চোখ রাঙ্গাতো যে সাধারণ সাহসের যে কোন লোক ভয়ের চোটে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছেড়ে পালাতো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তো ঐশী-বাণীর বর্মে আবৃত। সে বাণী তাঁকে মানবের কাছে পৌছাতেই হবে। কাজেই ভীতি প্রদর্শন করে, ফুসলিয়ে, কিংবা ঘুষ দিয়ে, এমনকি সকল প্রকারের চাপ সৃষ্টি করে হযূর আকরাম (সাঃ)কে লক্ষ্যচ্যুত করা সম্ভব নয়।